আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারা, সূরা আলে 'ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদা
সূরা আন'আম, সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ইমাম ও খতীব : পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস : জামিয়াতুল 'উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেবের ভূমিকা	**১৭**
কুরআনুল কারীমের কতিপয় হক ও আদব	১৭
কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন	২৬
ওহী কি ও কেন?	**৩৭**
সূরা ফাতিহা	৫৭
সূরা বাকারা	৬১
সূরা আলে-ইমরান	২০৩
সূরা নিসা	২৭১
সূরা মায়েদা	৩৪৯
সূরা আনআম	৪০৫
সূরা আ'রাফ	৪৭১
সূরা আনফাল	৫৪৫
সূরা তাওবা	৫৮০

পরিচিতি

সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ীই সর্বপ্রথম সূরা নয়; বরং সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে যে সূরা নাযিল হয়েছে তা এটিই। এর আগে একত্রে পূর্ণাঙ্গ কোন সূরা নাযিল হয়নি। কোন কোন সূরার অংশবিশেষ নাযিল হয়েছিল।

'ফাতিহা' অর্থ সূচনা। যেহেতু এ সূরা দ্বারা কুরআন মাজীদের সূচনা হয়েছে, তাই এর নাম ফাতিহা।

এ সূরাকে কুরআন মাজীদের শুরুতে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করতে চায়, তার কর্তব্য সর্বপ্রথম নিজ সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের গুণাবলীকে স্বীকার করতঃ তাঁর শুকর আদায় করা এবং একজন প্রকৃত সত্য-সন্ধানীরূপে তাঁর কাছেই হিদায়াত প্রার্থনা করা। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে একজন সত্য-সন্ধানীর যে দু'আ ও প্রার্থনা করা উচিত তা এই সূরায় শেখানো হয়েছে, আর তা হল সরল পথের দু'আ। এভাবে এ সূরায় যে সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথের প্রার্থনা করা হয়েছে, তা কোন্ পথ, সমগ্র কুরআন তারই ব্যাখ্যা। (এ হিসেবে এ সূরাটিকে 'উম্মুল-কুরআন'-ও বলা হয়। অর্থাৎ কুরআনের মূল। এর আরেক নাম 'আস-সাব'উল-মাছানী' (পুনরাবৃত্তি করা হয় এমন বাণীসপ্তক)।

সূরাটির অনেক ফযীলত। সহীহ বুখারীতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রাযি.)-কে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটা সূরা শেখাব যা কুরআন মাজীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। এই বলে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং বললেন, এটি আস-সাব'উল-মাছানী ও মহান কুরআন, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে। –অনুবাদক)

১-সূরা ফাতিহা, মক্কী-৫

আয়াত-৭, রুকূ-১

আল্লাহর নামে শুরু,
যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।[১]

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[২]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

২. যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

৩. যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক।[৩]

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

---

১. আরবী নিয়ম অনুসারে "رَحْمٰنُ"-এর অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত (Extensive) অর্থাৎ যার রহমত দ্বারা সকলেই উপকৃত হয়। আর "رَحِيْمُ" অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত খুব বেশি (Intensive) অর্থাৎ যার প্রতি তা হয়, পরিপূর্ণরূপে হয়। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার রহমত সকলেই ভোগ করে। মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হয়। সকলেই রিযক পায় এবং দুনিয়ার নি'আমতসমূহ দ্বারা সকলেই লাভবান হয়।
আখিরাতে যদিও কাফিরদের প্রতি রহমত হবে না, কিন্তু যাদের প্রতি (অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি) হবে, পরিপূর্ণরূপে হবে। ফলে সেখানে নি'আমতের সাথে কোনও রকমের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।
رَحْمٰنُ ও رَحِيْمُ -এর মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটা প্রকাশ করার জন্যই رَحْمٰنُ -এর তরজমা করা হয়েছে 'সকলের প্রতি দয়াবান' আর رَحِيْمُ-এর তরজমা করা হয়েছে 'পরম দয়ালু'।

২. আপনি যদি কোনও ইমারতের প্রশংসা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা হয় ইমারতটির নির্মাতার। সুতরাং এই সৃষ্টিজগতের যে-কোনও বস্তুর প্রশংসা করা হলে পরিণামে সে প্রশংসা হয় আল্লাহ তাআলার, যেহেতু সে বস্তু তাঁরই সৃষ্টি। জগতসমূহের প্রতিপালক বলে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। মানব জগত, জড় জগত ও উদ্ভিদ জগত থেকে শুরু করে নভোমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল ও ফিরিশতা জগত পর্যন্ত সব কিছুর সৃজন ও প্রতিপালন আল্লাহ তাআলারই কাজ। এসব জগতের মধ্যে যা কিছু প্রশংসাযোগ্য আছে, আল্লাহ তাআলার সৃজন ও রবূবিয়্যাতের মহিমার কারণেই তা প্রশংসার যোগ্যতা লাভ করেছে।

৩. কর্মফল দিবস বলতে সেই দিনকে বোঝানো হয়েছে, যে দিন সমস্ত বান্দাকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। এমনিতে তো কর্মফল দিবসের আগেও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তবে তিনি দুনিয়ায় মানুষকেও বহু কিছুর মালিকানা দান করেছেন। যদিও তাদের সে মালিকানা অসম্পূর্ণ ও সাময়িক, তারপরও আপাতদৃষ্টিতে তাকে মালিকানাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন শাস্তি ও পুরস্কার দানের সময় এসে যাবে, তখন এই অসম্পূর্ণ ও সাময়িক মালিকানাও খতম হয়ে যাবে। সে দিন বাহ্যিক মালিকানাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও থাকবে না। এ কারণেই এ স্থলে আল্লাহ তাআলাকে বিশেষভাবে কর্মফল দিবসের মালিক বলা হয়েছে।

৪. [হে আল্লাহ] আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।[৪]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

৫. আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾

৬. সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।[৫]

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾

৭. ওই সকল লোকের পথে নয়, যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয়, যারা পথহারা।[৬]

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

---

৪. এর দ্বারা বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করার নিয়ম শেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ কোন রকমের ইবাদত-উপাসনার উপযুক্ত নয়। আরও জানানো হচ্ছে, প্রতিটি কাজে প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া উচিত। কেননা যথার্থভাবে কার্য-নির্বাহকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে যে অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তা এই বিশ্বাসে চাওয়া হয় না যে, সে কর্মবিধায়ক। বরং এক বাহ্যিক 'কারণ' মনে করেই চাওয়া হয়। [এটা নাজায়েয নয়। তবে বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের ঊর্ধ্বে কোন বিষয়ে গায়রুল্লাহর সাহায্য চাওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যেমন সন্তান, জীবিকা ও শিফা ইত্যাদি চাওয়া। –অনুবাদক]

৫. কাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে, সে সম্পর্কে সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে, কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহীন (সৎকর্মপরায়ণগণ)-এর সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর তারা কত উত্তম সঙ্গী (সূরা নিসা : ৬৯)। –অনুবাদক

৬. অর্থাৎ যারা সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আমাদেরকে তাদের পথে চালিও না। মৌলিকভাবে এরূপ লোক দুই শ্রেণীর।

(ক) যারা সত্য জানার পরও হঠকারিতা ও বিদ্বেষবশত তা গ্রহণ করে না। الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বলে তাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এরা হল ইয়াহূদী জাতি। উপর্যুপরি বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে।

(খ) যারা অজ্ঞতাবশত বিপথগামী হয়, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়। الضَّالِّينَ -এর দ্বারা তাদেরই প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারা এমনই অজ্ঞ যে, বিভিন্ন লোকের লেখা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবনী গ্রন্থসমূহকে 'আসমানী কিতাব ইঞ্জিল' নামে অভিহিত করছে, ইয়াহূদীরা জনৈক ব্যক্তিকে শূলে চড়িয়ে ঈসা বলে প্রচার করে দিয়েছে আর সে কথাই তারা বিশ্বাস করছে, সর্বোপরি হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রচারিত তাওহীদি দ্বীনের পরিবর্তে ইয়াহূদী সেন্ট পৌল যে মনগড়া পৌত্তলিক ধর্ম প্রচার করেছে, তারা খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসে তারই অনুসরণ করেছে এবং এভাবে চরমভাবে পথহারা হয়ে গেছে। –অনুবাদক

পরিচিতি

এটি কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সূরা। এর ৬৭ থেকে ৭৩ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে একটি গাভীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যে গাভীটি যবাহ করার জন্য বনী ইসরাঈলকে আদেশ করা হয়েছিল। সে হিসেবেই এ সূরার নাম সূরা বাকারা। আরবীতে 'বাকারা' অর্থ গাভী (গরু)।

সূরাটির সূচনা করা হয়েছে ইসলামের মৌলিক আকীদা– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বর্ণনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে মুমিন, কাফির ও মুনাফিক, মানুষের এই তিনটি শ্রেণীর কথাও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

তারপর ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে আয়াতের এক দীর্ঘ সিলসিলা এগিয়ে চলেছে। সেকালে মদীনার আশেপাশে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যেসব নি'আমত বর্ষণ করেছেন এবং তার বিপরীতে তারা যে অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পারার শেষ দিকে রয়েছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা। তাকে কেবল ইয়াহুদী ও নাসারাই নয়, বরং আরব পৌত্তলিকরাও নিজেদের নেতা ও আদর্শ মনে করত। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি খালেস তাওহীদের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি কস্মিনকালেও কোনও রকমের শিরককে মেনে নেননি। এ প্রসঙ্গে বায়তুল্লাহর নির্মাণ ও তাকে কিবলা বানানোর বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। দ্বিতীয় পারার শুরুতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর মুসলিমের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ইবাদত থেকে নিয়ে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত বহু মাসাইল।

১-সূরা বাকারা, মাদানী-৮৭

আয়াত-২৮৬, রুকূ-৪০

আল্লাহর নামে শুরু,
যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٨٦ رُكُوْعُهَا ٤٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١

১. আলিফ-লাম-মীম[১]

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

২. এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।[২] এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য[৩],

---

১. বিভিন্ন সূরার শুরুতে এ রকমের হরফ এভাবেই পৃথক-পৃথকরূপে নাযিল হয়েছিল। এগুলোকে আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ) বলে। এগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও জানা নেই। এটা আল্লাহ তাআলার কিতাবের এক নিগূঢ় রহস্য। এ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এর অর্থ বোঝার উপর আকীদা ও আমলের কোন মাসআলা নির্ভরশীল নয়।

২. অর্থাৎ এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানব-রচিত কোন গ্রন্থকে শত ভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক তার জ্ঞানের একটা সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার কিতাব, যার জ্ঞান সীমাহীন এবং শত ভাগ সন্দেহাতীত, তাই এতে কোনও রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দেবে, না হয় এ কিতাবের কোন বিষয় সন্দেহপূর্ণ নয় আদৌ।

৩. যদিও কুরআন মাজীদ মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকেই সঠিক পথ দেখায় এবং এ হিসেবে কুরআনের হিদায়াত সকলের জন্যই অবারিত, কিন্তু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কুরআনী হিদায়াত দ্বারা উপকার কেবল তারাই লাভ করতে পারে, যারা এর প্রতি বিশ্বাস রেখে এর সমস্ত বিধি-বিধান ও শিক্ষামালার অনুসরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে, 'এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃষ্ট জিনিসসমূহে ঈমান আনে...'।

ভীতি অবলম্বনের অর্থ হল অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত রাখা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে আমার সমস্ত কর্মের জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই আমার এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এই ভয় ও চেতনারই নাম তাকওয়া।

অদৃশ্য ও নাদেখা জিনিসসমূহের জন্য কুরআন মাজীদ 'গায়ব' শব্দ ব্যবহার করেছে। এর দ্বারা এমন সব বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য, যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না এবং নাক দ্বারা শুঁকেও উপলব্ধি করা যায় না; বরং তা কেবলই আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। অর্থাৎ হয়ত কুরআন মাজীদের ভেতর তার উল্লেখ থাকবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী মারফত জেনে আমাদেরকে তা অবহিত করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি, ফিরিশতা প্রভৃতি।

এ স্থলে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস রেখে সেই সকল জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা তারা দেখেনি।=

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩. যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে[৪] এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে[৫]

=এ দুনিয়া মূলত পরীক্ষার স্থান। সেই অদৃশ্য বিষয়াবলী যদি চোখে দেখা যেত, তারপর কেউ তাতে বিশ্বাস করত, তবে তা কোন পরীক্ষা হত না। আল্লাহ তাআলা সেসব জিনিসকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যে তার অস্তিত্ব আছে, তার সম্পর্কে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ সামনে রেখে দিয়েছেন। যে-কেউ ইনসাফের সাথে তাতে চিন্তা করবে, সে গায়বী বিষয়াবলীর প্রতি সহজেই ঈমান আনতে পারবে, ফলে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবে। কুরআন মাজীদও সেসব প্রমাণ পেশ করেছে, যা ইনশাআল্লাহ একের পর এক আসতে থাকবে। প্রয়োজন কেবল কুরআন মাজীদকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়া এবং অন্তরে এই চিন্তা রাখা যে, এটা হেলাফেলা করার মত কোন বিষয় নয়। এটা মানুষের স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। কাজেই অন্তরে এই ভয় জাগ্রত রাখা চাই যে, পাছে আমার কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল-খুশী কুরআন মাজীদের দলীল-প্রমাণ যথাযথভাবে বোঝার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাকে কুরআন প্রদত্ত হিদায়াত ও পথ-নির্দেশকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণা নিয়ে পড়তে হবে এবং আগে থেকে অন্তরে যেসব চিন্তা-চেতনা শিকড় গেড়ে আছে তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে পড়তে হবে, যাতে সত্যিকারের হিদায়াত আমি লাভ করতে পারি। 'কুরআন যে ভীতি-অবলম্বনকারীদের জন্য হিদায়াত' তার এক অর্থ এটাও।

৪. যে সকল লোক কুরআন মাজীদের হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ দ্বারা উপকৃত হয়, এ স্থলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ তো এই যে, তারা গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর ঈমান রাখে, যার ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে। ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এর সারমর্ম হল– আল্লাহ তাআলা যা-কিছু কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন সে সবের প্রতি তারা ঈমান ও বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় জিনিস বলা হয়েছে তারা সালাত কায়েম করে। কায়িক ইবাদতের মধ্যে এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় বিষয় হল নিজের অর্থ-সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করা। যাকাত-সদকা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এটা আর্থিক ইবাদত।

৫. অর্থাৎ তারা বিশ্বাস রাখে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম– হযরত মূসা (আ.) হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাও সত্য ছিল, যদিও পরবর্তীকালের লোকেরা তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং তাতে নানা রকম রদ-বদল ও বিকৃতি সাধন করেছে। এ আয়াতে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওহী নাযিলের ক্রমধারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পর এমন কোনও ব্যক্তি

তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে।[৬]

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

৫. এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

৬. নিশ্চয়ই যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে,[৭] তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা নাই দেখান[৮] উভয়টাই তাদের পক্ষে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

=হবে না, যার প্রতি ওহী নাযিল হবে কিংবা যাকে নবী বানানো হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা এ স্থলে কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত ওহী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরের কোনও ওহীর কথা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁর পরেও নতুন নবী আসার সম্ভাবনা থাকত, যার ওহীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক, তবে এ স্থলে তার কথাও উল্লেখ করা হত, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, আপনাদের পর যে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হবে, আপনাদের কিন্তু তাঁর প্রতিও ঈমান আনতে হবে (আল-ইমরান : ৮১ আয়াত)।

৬. 'আখিরাত' বলতে সেই জীবনকে বোঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পর আসবে, যা স্থায়ী হবে, যখন প্রত্যেক বান্দাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে, তার ফায়সালা হবে।
প্রথমে যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, আখিরাত যদিও তার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি পরিশেষে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পৃথকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে, সে কখনও আগ্রহের সাথে কোনও গুনাহের কাজে প্রস্তুত হতে পারে না।

৭. একদল কাফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল যে, যত স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সামনে উপস্থিত করা হোক, তারা কখনোই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে ঈমান আনবে না। এখানে সেই কাফেরদের কথাই বলা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা কুফরের উপর গোঁ ধরে বসে আছে। সেই ভাব ব্যক্ত করার লক্ষ্যেই তরজমায় 'কুফর অবলম্বন করেছে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৮ إِنْذَار -এর অর্থ করা হয়েছে 'ভয় দেখানো'। কুরআন মাজীদে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে প্রায়শ 'ভীতি প্রদর্শন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা নবীগণ মানুষকে কুফর ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখাতেন। সুতরাং আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন বা নাই দেন, তাদের সামনে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী পেশ করুন বা নাই করুন, তারা যেহেতু কোনও কথাই মানবে না বলে স্থির করে নিয়েছে, তাই তারা ঈমান আনবে না।

আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, রা'দ, ইবরাহীম, হিজ্‌র, নাহ্‌ল, বনী ইসরাঈল
কাহ্‌ফ, মারয়াম, তোয়া-হা, আম্বিয়া, হাজ্জ, মুমিনূন, নূর
ফুরকান, শুআরা, নাম্‌ল, কাসাস ও আনকাবুত

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ইমাম ও খতীব : পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস : জামিয়াতুল 'উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ইউনুস	০৯
সূরা হূদ	৪৭
সূরা ইউসুফ	৮৯
সূরা রা'দ	১৩৩
সূরা ইবরাহীম	১৫৬
সূরা হিজ্‌র	১৭৬
সূরা নাহ্‌ল	১৯৪
সূরা বনী ইসরাঈল	২৩২
সূরা কাহ্‌ফ	২৬৭
সূরা মারয়াম	৩০৭
সূরা তোয়া-হা	৩২৯
সূরা আম্বিয়া	৩৬৩
সূরা হাজ্জ	৩৯২
সূরা মুমিনূন	৪১৯
সূরা নূর	৪৪২
সূরা ফুরকান	৪৭২
সূরা শুআরা	৪৯৩
সূরা নাম্‌ল	৫২৭
সূরা কাসাস	৫৫৩
সূরা আনকাবুত	৫৮৭

১০- সূরা ইউনুস-৫১

মক্কী; আয়াত ১০৯; রুকূ ১১

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُوْرَةُ يُونُس مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٠٩ رُكُوْعُهَا ١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

১. আলিফ-লাম-রা।[১] এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

২. মানুষের জন্য কি এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি ওহী নাযিল করেছি যে, মানুষকে (আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে) সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য আছে সত্যিকারের উচ্চমর্যাদা।[২] (কিন্তু সে যখন তাদেরকে এই বার্তা দিল, তখন) কাফেরগণ বলল, এতো এক সুস্পষ্ট যাদুকর।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ③

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া'[৩] গ্রহণ করেন। তিনি সকল কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ (তাঁর কাছে) কারও পক্ষে সুপারিশ

---

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে এ রকম বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, এগুলোকে 'আল-হুরূফুল মুকাত্তা'আত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

২. قدم এর প্রকৃত অর্থ পদ (পা)। এখানে মর্যাদা বোঝানো উদ্দেশ্য।

৩. استواء 'ইসতিওয়া'-এর শাব্দিক অর্থ সোজা হওয়া, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সমাসীন হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-সদৃশ নন। কাজেই তাঁর 'ইসতিওয়া'ও সৃষ্টির ইসতিওয়ার মত নয়। এর স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এ কারণেই আমরা কোনও তরজমা না করে=

করার নেই। তিনিই আল্লাহ– তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না?

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾

৪. তাঁরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই সমস্ত মাখলুক প্রথমবারও তিনিই সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেওয়ার জন্য। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে উত্তপ্ত পানির পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

৫. তিনিই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে রশ্মিময় ও চন্দ্রকে জ্যোতির্পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর (পরিভ্রমণের) জন্য বিভিন্ন 'মনযিল' নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের গণনা ও (মাসসমূহের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি।[৪] যে সকল লোক জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে, তাদের জন্য তিনি এসব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।

=হুবহু শব্দটিকেই রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান মোতাবেক আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এর বেশি আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার নেই। কেননা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর সবটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

৪. কুরআন মাজীদ সৃষ্টি জগতের যে বস্তুরাজির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, তা দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (এক) মহা বিশ্বের যে মহা বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার অধীনে চন্দ্র-সূর্য অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী আপন-আপন কাজ করে যাচ্ছে, তা আল্লাহ তাআলার অসী

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

৬. নিশ্চয়ই দিন-রাতের একের পর এক আগমনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে সেই সকল লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾

৭. নিশ্চয়ই যারা (আখিরাতে) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন–

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

৮. নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾

৯. (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে এমন স্থানে পৌছাবেন যে, প্রাচুর্যময় উদ্যানরাজিতে তাদের তলদেশ দিয়ে নহর বহমান থাকবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

১০. তাতে (প্রবেশকালে) তাদের ধ্বনি হবে এই যে, হে আল্লাহ! সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তুমি পবিত্র এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

=কুদরত ও অপার হিকমতের পরিচয় বহন করে। আরব মুশরিকরাও স্বীকার করত যে, এ সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই মহান সত্তা এত বড়-বড় কাজে সক্ষম, তার জন্য কোনও রকম শরীকের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সুতরাং এই নিখিল বিশ্ব আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। (দুই) বিশ্ব জগতকে নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করা হয়নি। ইহকালের পর আখিরাতের স্থায়ী জীবন না থাকলে বিশ্ব জগতের সৃজন নিরর্থক হয়ে যায়। কেননা মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের ফলাফলের জন্য সে রকম এক জগত অপরিহার্য। সুতরাং এ সৃষ্টিজগত আল্লাহ তাআলার একত্ব প্রমাণের সাথে সাথে আখেরাতের অপরিহার্যতাকেও সপ্রমাণ করে।

[২]

وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আল্লাহ যদি মানুষের (অর্থাৎ ওইসব কাফিরের) জন্য অনিষ্টকে (অর্থাৎ শাস্তিকে) ত্বরান্বিত করতেন, যেমনটা ত্বরা কল্যাণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে তারা করে থাকে, তবে তাদের অবকাশ খতম করে দেওয়া হত।[৫] (কিন্তু এরূপ তাড়াহুড়া আমার হিকমত-বিরুদ্ধ)। সুতরাং যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না তাদেরকে আমি তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেই, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতার ভেতর ইতস্তত ঘুরতে থাকে।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে (সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে পথ চলে যেন সে কখনও তাকে স্পর্শ করা কোনও বিপদের জন্য আমাকে ডাকেইনি! যারা সীমালংঘন করে তাদের কাছে নিজেদের কৃতকর্মকে এভাবেই মনোরম করে তোলা হয়েছে।

---

৫. এটা মূলত আরব কাফেরদের এক প্রশ্নের উত্তর। তাদেরকে যখন কুফরের পরিণামে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, এটা সত্য হলে এখনই কেন সে শাস্তি আসছে না? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা শাস্তি পাওয়ার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যেন তা কিছু ভালো জিনিস। আল্লাহ তাআলা তাদের ইচ্ছামত শাস্তি দান করলে তাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ খতম করে দেওয়া হত। ফলে তাদের আর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থাকত না। আর তখন ঈমান আনলে তা গৃহীত হত না। আল্লাহ তাআলা যে তাদের দাবী পূরণ করছেন না তা তাঁর এই হিকমতের ভিত্তিতেই। বরং তিনি তাদেরকে আপন হালে ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে অবাধ্যজনেরা তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে যারা চিন্তা ভাবনার ইচ্ছা রাখে তারাও সঠিক পথে আসার সুযোগ পেয়ে যায়।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমাদেরর পূর্বে আমি বহু জাতিকে, যখন তারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। অথচ তারা ঈমান আনেনি। অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. অতঃপর পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে তাদের পর স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরূপ কাজ কর তা দেখার জন্য।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۭ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۗئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾

১৫. যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না, তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, এটা নয়, অন্য কোনও কুরআন নিয়ে এসো অথবা এতে পরিবর্তন আন।[৬] (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, আমার এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তন আনব।[৭] আমি তো অন্য কিছুর নয়; কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি কখনও আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করে বসি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে।

---

৬. অর্থাৎ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত যেহেতু তাদের 'আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী, তা তাদের পৌত্তলিকতাকে রদ করে, তাদের চিন্তা-চেতনার বিভ্রান্তি প্রমাণ করে ও খেয়াল-খুশিমত জীবন-যাপনের নিন্দা করে, তাই একে মেনে নিতে তাদের কষ্ট হত এবং সব যুগেই ইন্দ্রিয়পরবশ শ্রেণীর পক্ষে ঐশী অনুশাসন মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়ে থাকে। এ কারণেই তারা এর রদবদল চাচ্ছিল। অথবা তারা রদবদল করতে বলেছিল বিদ্রূপ করে। –অনুবাদক

৭. অর্থাৎ ওহীর ভেতর রদবদল করার অধিকার আমাকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলাই বিধানদাতা। তিনিই মানুষের জন্য যথোপযুক্ত বিধান দিয়ে থাকেন। আমার ও সমস্ত মানু

আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

সূরা রূম হতে সূরা নাস

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী

দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

ইমাম ও খতীব : পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা

শাইখুল হাদীস : জামিয়াতুল 'উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মাকতাবাতুল আসরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা রূম	৯
সূরা লুকমান	৩০
সূরা সাজদা	৪৪
সূরা আহযাব	৫৪
সূরা সাবা	৮৯
সূরা ফাতির	১০৮
সূরা ইয়াসীন	১২৪
সূরা আস-সাফফাত	১৪৩
সূরা সোয়াদ	১৬৭
সূরা যুমার	১৮৮
সূরা মুমিন	২০৯
সূরা হা-মীম সাজদা	২৩২
সূরা শূরা	২৪৯
সূরা যুখরুফ	২৬৪
সূরা দুখান	২৮৬
সূরা জাছিয়া	২৯৬
সূরা আহকাফ	৩০৭
সূরা মুহাম্মাদ	৩২১
সূরা ফাতহ	৩৩৫
সূরা হুজুরাত	৩৫৩
সূরা কাফ	৩৬৩
সূরা যারিয়াত	৩৭৪
সূরা তূর	৩৮৬
সূরা নাজম	৩৯৫
সূরা কামার	৪০৭
সূরা আর-রাহমান	৪১৭
সূরা ওয়াকিয়া	৪২৯
সূরা হাদীদ	৪৪৩
সূরা মুজাদালা	৪৫৮
সূরা হাশর	৪৬৯
সূরা মুমতাহিনা	৪৮১
সূরা সফ্ফ	৪৯১
সূরা জুমুআ	৪৯৮
সূরা মুনাফিকূন	৫০৪
সূরা তাগাবুন	৫১১
সূরা তালাক	৫১৮
সূরা তাহরীম	৫২৭
সূরা মুলক	৫৩৫
সূরা কলাম	৫৪৩
সূরা আল-হাক্কা	৫৫২
সূরা মাআরিজ	৫৫৯
সূরা নূহ	৫৬৫
সূরা জিন	৫৭১
সূরা মুয্যাম্মিল	৫৭৪
সূরা মুদ্দাছ্ছির	৫৮৩
সূরা কিয়ামাহ	৫৯১
সূরা দাহর	৫৯৬
সূরা মুরসালাত	৬০১
সূরা নাবা	৬০৬
সূরা নাযিআত	৬১১
সূরা আবাসা	৬১৬
সূরা তাকবীর	৬২১
সূরা ইনফিতার	৬২৫
সূরা তাতফীফ	৬২৭
সূরা ইনশিকাক	৬৩১
সূরা বুরূজ	৬৩৪
সূরা তারিক	৬৩৮
সূরা আলা	৬৪০
সূরা গাশিয়াহ	৬৪৩
সূরা ফাজর	৬৪৬
সূরা বালাদ	৬৫০
সূরা শামস	৬৫৩
সূরা লায়ল	৬৫৫
সূরা দুহা	৬৫৮
সূরা ইনশিরাহ	৬৬০
সূরা তীন	৬৬২
সূরা আলাক	৬৬৪
সূরা কাদর	৬৬৭
সূরা বায়্যিনা	৬৬৮
সূরা যিলযাল	৬৭০
সূরা আদিয়াত	৬৭২
সূরা কারিআ	৬৭৪
সূরা তাকাছুর	৬৭৫
সূরা আসর	৬৭৬
সূরা হুমাযা	৬৭৭
সূরা ফীল	৬৭৯
সূরা কুরাইশ	৬৮১
সূরা মাঊন	৬৮২
সূরা কাওসার	৬৮৪
সূরা কাফিরূন	৬৮৫
সূরা নাসর	৬৮৭
সূরা লাহাব	৬৮৯
সূরা ইখলাস	৬৯১
সূরা ফালাক	৬৯৩
সূরা নাস	৬৯৪
দু'আ	৬৯৬

৩০ – সূরা রূম – ৮৪

মক্কী; ৬০ আয়াত; ৬ রুকূ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦٠ رُكُوْعُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-মীম।

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ

سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾

২-৩. রোমকগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর বিজয় অর্জন করবে–

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪. বছর কয়েকের মধ্যেই।[১] সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও। সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে–

---

১. এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সূরাটির পরিচিতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, 'কয়েক বছর' বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহার করেছে। بِضْعٌ -এর অর্থ 'কয়েক' করা হলেও আরবীতে এ শব্দটি 'তিন' থেকে 'নয়' পর্যন্ত বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কারণে উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে যে বাজি ধরেছিল, তাতে সে প্রথমে বলেছিল, রোমকগণ যদি তিন বছরের মধ্যে জয়লাভ করতে পারে, তবে সে হযরত আবু বকর (রাযি.)কে দশটি উট দেবে, আর যদি তা না পারে তবে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে দশটি উট দেবে। হযরত আবু বকর (রাযি.) যখন এ বাজির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, তিনি বললেন, কুরআন মাজীদে তো بِضْعٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিন থেকে নয় বছর পর্যন্তের অবকাশ রাখে। কাজেই তুমি উবাই ইবনে খালফের সাথে দশের স্থলে একশতটি উটের বাজি ধর এবং মেয়াদ তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর করে দাও। হযরত আবু বকর (রাযি.) তাই করলেন। যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে রোমকদের জয়লাভের দূর-দূরান্তের কোন সম্ভাবনাও ছিল না তাই উবাই ইবনে খালফও তাতে সহজেই রাজি হয়ে গেল। সেমতে বাজির শর্ত দাঁড়াল, যদি রোমকগণ নয় বছরের ভেতর ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তবে উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাযি.)কে একশতটি উট দেবে আর তা না হলে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে একশ উট দেবেন। পূর্বে বলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত এরূপ বাজি ধরাকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে যায় তত দিনে এটা হারাম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই উবাই ইবনে খালফের পুত্রগণ একশ উট হযরত আবু বকর (রাযি.)কে আদায় করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হুকুম দিলেন, উটগুলো সদকা করে দাও।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٥

৫. আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের কারণে।[২] তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৬. এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদা। আল্লাহ নিজ ওয়াদার বিপরীত করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

৭. তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে[৩] আর আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল।

اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

৮. তবে কি তারা নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান জিনিসকে যথাযথ উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি।[৪] কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।

---

২. পূর্বে সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এটা একটা স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী, যা বদরের যুদ্ধে মুমিনদের জয়লাভ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৩. 'তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে' অর্থাৎ পার্থিব জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য যা কিছু দরকার, যথা কৃষি কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, গৃহ-নির্মাণ, রান্না-বান্না, পোশাক তৈরি, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, এসব কিছুর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিকরণ এবং সেই লক্ষ্যে কল-কারখানা তৈরি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়গুলো তারা জানে এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এসবই আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য এসবই ইহজীবনের প্রকাশ্য দিক তথা খোলস মাত্র; সারবস্তু নয়। সারবস্তু হল এর ভেতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তিনি কী উদ্দেশ্যে মানুষসহ গোটা মহাজগত সৃষ্টি করেছেন তা উপলব্ধি করা। সৃষ্টি নিচয়ের মধ্যে লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায় জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং এ জগত চিরস্থায়ী নয়। এর একটা পরিণতি আছে। ইহজগতে মানুষ প্রেরণ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা, সে জগতের বস্তুনিচয়ের মাঝে নিজ জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করে। সে কি এই ইহজীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করে তার ভোগ-উপভোগেই নিমজ্জিত থাকে, না এর পরিণতি তথা আখিরাতের জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে সেই অনুযায়ী ইহজীবন নির্বাহ করে। আয়াতের শেষবাক্যে জানানো হয়েছে যে, অবিশ্বাসীগণ পরিণামদর্শী নয়। তারা ইহজীবনে মত্ত থেকে আখিরাত সম্পর্কে গাফিল হয়ে আছে। অর্থাৎ শাঁসের বদলে খোসাতেই তারা সন্তুষ্ট। --অনুবাদক

৪. অর্থাৎ আখেরাতকে স্বীকার না করলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জগতকে এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেছেন। এর সৃষ্টির পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এখানে যার যা-ইচ্ছা হয়=